বাংলা অনুবাদ　（ベンガル語翻訳/バングラディシュ）

কোবে খবরের কাগজে প্রকাশিত প্রতিবেদন

তারিখ: ১০ জানুয়ারি ২০২৬ (শনিবার)

পত্রিকা: কোবে খবরের কাগজ (সকাল সংস্করণ)

একসাথে বেঁচে থাকা: বহুজাতিক কেয়ার পরিবেশ

পারস্পরিক সহযোগিতায় কেয়ারের মান উন্নত হয়

বর্তমানে জাপানের কেয়ার খাতে ৯০,০০০-এর বেশি বিদেশি কর্মী কাজ করছেন। ধারণা করা হচ্ছে, ২০৪০ অর্থবছরে বয়স্ক জনসংখ্যা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছালে প্রায় ৫৭,০০০ কেয়ার কর্মীর ঘাটতি দেখা দেবে। ফলে বিদেশি কর্মীদের উপস্থিতি আরও বৃদ্ধি পাওয়া অনিবার্য।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি শৃঙ্খলাপূর্ণ সহাবস্থানমূলক সমাজ গঠনের কথা উল্লেখ করে বিদেশ থেকে জনবল নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। একই সঙ্গে স্থায়ী বাসিন্দাসহ কিছু আবাসিক মর্যাদা কঠোর করার প্রস্তাবও দিয়েছেন। তবে প্রশ্ন থেকেই যায়—বিদেশি কর্মী গ্রহণ কি শুধু সংখ্যাগত ঘাটতি পূরণের বিষয়?

সহযোগিতার বাস্তব চিত্র

হিয়োগো প্রিফেকচার-এর বিভিন্ন কেয়ার সাইট পরিদর্শন করলে দেখা যায়, দেশ বা ভূখণ্ডের পার্থক্য ছাড়াই কেয়ারগিভার ও ব্যবহারকারীরা একে অপরকে সহযোগিতা করছেন।

ইন্দোনেশিয়ার কেয়ার কর্মী দিতা (৩০) গত আট বছর ধরে হিমেজি শহরে ক্লিনিক ও কেয়ার সুবিধা পরিচালনাকারী ইশিবাশি ইন্টারনাল মেডিসিন করপোরেশন-এ কাজ করছেন। তিনি ডে-কেয়ার ও স্বল্পমেয়াদি সেবার দায়িত্বে আছেন। তার উপস্থিতিতে কর্মস্থলে সবসময় হাসিখুশি পরিবেশ থাকে।

চেরি ফুল দেখার মতো জাপানি সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ থেকেই তার জাপানে আসার ইচ্ছা জন্মায়। বালির একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে ২০১৮ সালে তিনি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী হিসেবে হিমেজির একটি জাপানি ভাষা স্কুলে ভর্তি হন। প্রথমে তিনি দেশে ফিরে জাপানি ভাষার শিক্ষক হতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু ইশিবাশি ইন্টারনাল মেডিসিনে পার্ট-টাইম কেয়ার কাজের অভিজ্ঞতা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

তিনি বলেন, “ব্যবহারকারী ও সহকর্মীরা সবাই আমার প্রতি খুব সদয় ছিলেন। তাই আমি জাপানেই কাজ চালিয়ে যেতে চেয়েছি।”

ভাষা স্কুল থেকে স্নাতক হওয়ার পর তিনি শিক্ষার্থী ভিসা থেকে “Specified Skilled Worker” ভিসায় পরিবর্তন করেন। জাপানে কাজ চালিয়ে যেতে হলে পাঁচ বছরের মধ্যে কেয়ার কর্মীর জাতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। জাপানি ভাষায় পরীক্ষা দেওয়া কঠিন হলেও তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন এবং গত বছর সফলভাবে উত্তীর্ণ হন।

দিতা ছিলেন প্রতিষ্ঠানের প্রথম বিদেশি কর্মী। শুরুতে যোগাযোগ সহজ ছিল না, তবে সহকর্মীদের সহায়তায় ধীরে ধীরে মানিয়ে নিতে সক্ষম হন। কর্মস্থলে মানক জাপানি ব্যবহারের মাধ্যমে যোগাযোগ আরও সহজ করা হয়।

তার আন্তরিকতা ও মনোযোগ দিয়ে শোনার অভ্যাস ব্যবহারকারীদের মুগ্ধ করে।

একজন ব্যবহারকারী বলেন, “তিনি মনোযোগ দিয়ে কথা শোনেন। তার সেবা পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ।”

অফিস ম্যানেজার মাসাকো ইশিবাশি মনে করেন, ভাষাগত সীমাবদ্ধতা বরং ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

তিনি বলেন, “ব্যবহারকারীরা কী বলছেন তা বোঝার জন্য তিনি মনোযোগ দিয়ে শোনেন। আমরা তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি।”

ব্যক্তিগত জীবন ও সংগ্রাম

কোভিড-১৯ মহামারির সময় কয়েক বছর তিনি পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। তবুও হাসিমুখে কাজ চালিয়ে গেছেন।

তার স্বামী একা (৩১) পরবর্তীতে একই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। ২০২৩ সালে তারা নিজ দেশে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। পরে দিতা জানতে পারেন তিনি গর্ভবতী। তিনি সিদ্ধান্ত নেন জাপানেই সন্তান জন্ম দেবেন। তবে তার স্বামী ভিসাজনিত জটিলতার কারণে প্রসবের আগে জাপানে পৌঁছাতে পারেননি।

বিদেশে প্রথম সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় ব্যবহারকারীরা তাকে উৎসাহ দেন—

“এখানে অনেক দাদি আছেন, তুমি ঠিক থাকবে। আমরা সবাই তোমার শক্তি হয়ে থাকব।”

ডে-কেয়ার ব্যবহারকারী হিসাকো ইয়োকোয়ামা (৮৪) বলেন, “তার কন্যাসন্তান জন্মের খবর শুনে আমি সত্যিই আনন্দিত হয়েছিলাম।”

দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় সার্টিফায়েড কেয়ার ওয়ার্কার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে পুরো প্রতিষ্ঠান আনন্দে উদযাপন করে।

দিতা বলেন, “আমি ব্যবহারকারীদের আমার বাবা-মা মনে করি,” এবং আন্তরিকভাবে কেয়ার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

ভিন্নতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার গুরুত্ব

হিয়োগো বিশ্ববিদ্যালয়-এর পরিবেশ ও মানব অধ্যয়ন অনুষদের কল্যাণ সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিরোশি তাকেবাতা বলেন, কেয়ার একটি পারস্পরিক সম্পৃক্ততার সম্পর্ক—যেখানে কেয়ারগিভার ও ব্যবহারকারী একে অপরকে সহায়তা করেন।

তার মতে, “কেয়ার একমুখী নয়; যারা কেয়ার দেন এবং একই সঙ্গে কেয়ার পান—এই দ্বিমুখী সম্পর্কই মানুষকে সমৃদ্ধ করে।”

বৈচিত্র্যময় পটভূমির মানুষ যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে পারেন, এমন পরিবেশ তৈরি করলে কেয়ারের মান উন্নত হয় এবং কর্মক্ষেত্র আরও প্রাণবন্ত হয়। তিনি জোর দিয়ে বলেন,

“বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দেওয়া ও সম্মান করা—এটাই মূল বিষয়।”

ভিন্ন দেশ বা পটভূমির মানুষকে বোঝা ও সম্মান করা সহজ নয়। তবে একসঙ্গে বেঁচে থাকা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলাই ভবিষ্যতের পথ উন্মোচনের চাবিকাঠি।